মহিলা কমিশন

ভারতের সংবিধান ও অন্যান্য আইন প্রদত্ত মহিলাদের অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে মহিলা কমিশন গঠনের জন্য আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনগুলিতে মহিলাদের জন্য ব্যবস্থিত অধিকার সম্পর্কিত বিশেষ অংশগুলির আলোচনা করা হল।

জাতীয় মহিলা কমিশন অ্যাক্ট, ১৯৯০

কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য একটি জাতীয় কমিশন আইন ১৯৯০ সালে প্রণয়ন করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য।

জাতীয় মহিলা কমিশনের গঠন

জাতীয় মহিলা কমিশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে ঃ

(১) কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত একজন চেয়ার পার্সন, যিনি নারী প্রগতির কাজে আত্মনিয়োজিত।

(২) আইন, ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প পরিচালনা বা মহিলাদের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্তির যোগ্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ দায়বদ্ধ ব্যক্তি, মহিলাদের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (মহিলা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী সহ),প্রশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা অথবা সমাজ কল্যাণে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, কর্মক্ষম, সৎ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত পাঁচজন সদস্য যাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন করে সদস্য তফসিলভুক্ত উপজাতি ও জনজাতির অন্তর্ভুক্ত।

(৩) পরিচালনা, ম্যানেজমেন্ট বা সাংগঠনিক কাঠামোগত ক্ষমতা অথবা সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পারদর্শী কোন ব্যক্তি, অথবা কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের বা সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য যাঁর উপযুক্ত অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সদস্য সচিব হিসাবে নির্বাচিত হবেন।

কমিশনের প্রধান কার্যাবলী

ক) সংবিধান ও অন্যান্য আইনে মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষাকবচগুলির বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত করা;

খ) বাৎসরিক অথবা নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উক্ত রক্ষাকবচগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সে বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করা;

গ) এই রিপোর্টে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কর্তৃক মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য রক্ষাকবচগুলি কার্যকরী ভাবে সম্পাদিত করার জন্য সুপারিশ করা ;

ঘ) উপযুক্ত সময়ান্তরে মহিলা সম্পর্কিত সংবিধান ও অন্যান্য আইনের বর্তমান ব্যবস্থাগুলির পর্যালোচনা এবং এই সব আইনের ফাঁক, অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা;

ঙ) সংবিধান ও অন্যান্য আইনের মহিলা সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবস্থা লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনা;

চ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে খতিয়ে দেখা ঃ

i) মহিলারা অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে;

ii) মহিলাদের সুরক্ষার এবং সমানাধিকার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইনগুলি সঠিক ভাবে সম্পাদিত না হলে;

iii) মহিলাদের কষ্ট লাঘব করা, তাদের কল্যাণসাধন এবং বাধাগুলি দূর করার জন্য যে সকল নিয়ম নীতি, পরিচালনপদ্ধতি ও অন্যান্য নির্দেশ আছে সেগুলি অমান্য করা হলে;

এবং এই সকল ক্ষেত্রে অমান্য করা হলে তা বিষয়গুলি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা;

ছ) মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক বা নৃশংস নির্যাতনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিশেষ সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য উৎসাহ দেওয়া এবং সেগুলির অপনোদনের নির্দিষ্ট বাধাগুলি চিহ্নিত করা;

জ) সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা, তাদের অগ্রগতি রোধ করার ক্ষেত্রে যে কারণগুলি দায়ী যেমন আবাসন ও অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলি না পাওয়া, একঘেয়ে নীরসকাজ ও পেশাগত স্বাস্থ্য-ঝুঁকি কমানোর জন্য এবং কাজের ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অপ্রতুল সহায়ক পরিষেবা ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি --সেই কারণগুলি চিহ্নিত করা;.

ঝ) মহিলাদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ দেওয়া;

ঞ) কেন্দ্র ও রাজ্যে মহিলাদের উন্নয়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন;

ট) জেল বা পরিত্যক্ত মেয়েদের হোম, মহিলাদের হাজত বা অন্য কোন জায়গা যেখানে মহিলাদের বন্দী হিসাবে অথবা অন্য কোন ভাবে অভিরক্ষাধীনে রাখা হয় সেগুলি পরিদর্শন করা বা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা এবং সেগুলি ত্রুটি মুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা;

ঠ) বহু সংখ্যক মহিলার পক্ষে ক্ষতিকারক এমন বিষয়সমূহকে জড়িত করে যে মামলা, সেই মামলার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

ড) মহিলাদের সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে, বিশেষ করে তারা যে বিভিন্ন ধরণের অসুবিধায় ভোগে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ;

অন্য যে কোনও বিষয় জাতীয় মহিলা কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে পারেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তদন্ত করার সময়ে কমিশন কাউকে ডেকে পাঠানো বা জোর করে হাজির করা, কোন নথি উপস্থাপন করা, সাক্ষ্য ও হলফনামা গ্রহণ করা, কোনও কোর্ট বা অফিস থেকে কোনও রেকর্ড তলব করা, ইত্যাদি বিষয়ে একটি দেওয়ানি আদালতের মতই ক্ষমতা ভোগ করবে।

এই কমিশনের সমস্ত রিপোর্ট এবং এ সম্পর্কে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অথবা নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে এবং যদি কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে বক্তব্য পেশ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন আইন, ১৯৯২

ভারতের সকল অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই সর্বপ্রথম রাজ্যস্তরে মহিলা কমিশন আইন, ১৯৯২ প্রণয়ন করে।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গঠন

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন গঠিতঃ-

(১) রাজ্য সরকার মনোনীত একজন চেয়ার পার্সন ও একজন ভাইস চেয়ার পার্সন;

(২) যে সব ব্যক্তি মহিলাদের স্বার্থরক্ষায় যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সৎ, যাঁদের আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, অথবা মহিলাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা আছে, অথবা কোন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে আছেন অথবা মহিলাদের সার্বিক স্বার্থসুরক্ষা এবং উন্নতিবর্ধনের জন্য গঠিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে রাজ্য সরকার নিয়োজিত নয়জন সদস্য থাকবেন, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই একজন তফসিলভুক্ত জাতি ও একজন জনজাতির সদস্য থাকবেন।

রাজ্য সরকারের একজন অফিসার সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করবেন।

রাজ্য কমিশন প্রয়োজন বোধ করলে তার সভাগুলিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কার্যাবলী

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কার্যাবলী মোটামুটিভাবে জাতীয় মহিলা কমিশনের কার্যাবলীর অনুরূপ।

কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে ছয় মাস অন্তর অথবা অন্য কোন স্থিরীকৃত সময়ে সুপারিশসহ নিজ কার্যাবলীর রিপোর্ট পেশ করবেন এবং রাজ্য সরকার যত শীঘ্র সম্ভব ঐ রিপোর্ট এবং সে সম্পর্কে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং যেক্ষেত্রে সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হয়েছে তার কারণ কী এ সবই রাজ্যের আইনসভায় পেশ করবেন।

রাজ্য সরকারও মহিলা সম্পর্কিত কোন নীতি প্রণয়নের সময়ে কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

কোন বিষয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের কোন রিপোর্ট সম্পর্কে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন থাকলে অথবা রাজ্য সরকার আলোচ্য বিষয়ে জড়িত থাকলে এবং রাজ্য সরকার চাইলে ঐ বিষয়ে তাদের মতামত ও সুপারিশ জানানো রাজ্য মহিলা কমিশনের দায়িত্ব।

মহিলাদের অধিকার রক্ষায় জাতীয় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন যোগ্যতা সহকারে কাজ করে চলেছে।